যায়যায়দিন

তারিখ 07 DEC 2006
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে উত্তপ্ত জাহাঙ্গীরনগর

জাবি রিপোর্টার

আওয়ামীপন্থী এক শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে নিজ বিভাগের ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের ঘটনায় তোলপাড় চলছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে। সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে ওই শিক্ষকের শাস্তি দাবি করেছে ছাত্রদল, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষার্থীরা। আর কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে মাঠে নেমেছে তার অনুগত নেতাকর্মীরা।

গতকাল পত্র-পত্রিকায় বাংলা বিভাগের অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর ড. গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে যৌন নিপীড়নের সংবাদ প্রকাশিত হয়। বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীর লিখিত অভিযোগের সূত্র ধরে সংবাদটি প্রকাশিত হয়। এর পরপরই গোটা ক্যাম্পাসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সাধারণ শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।

এদিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে ওই শিক্ষকের অনুগত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিভিন্ন হল থেকে যে পত্রিকায় নিউজটি ছাপা হয়েছে সেগুলো সরিয়ে ফেলে এবং নানা অপপ্রচার চালাতে থাকে। যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও বাম ছাত্র সংগঠনগুলো সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে গোলাম মোস্তফার শাস্তি দাবি করেছে। এ দাবিতে ছাত্রদল শিগগিরই আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে জানা যায়। ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল পারভেজ ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ নাসের জনি মৌখিকভাবে এ ঘটনার নিন্দা জ্ঞাপন করে এর শাস্তি দাবি করেন। তাছাড়া প্রগতিশীল ছাত্রজোট অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তি দাবি করে ক্যাম্পাসে গতকাল সন্ধ্যায় মিছিল-সমাবেশ করে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে প্রক্টর সৈয়দ কামরুল আহসান বলেন, এ রকম ঘটনা ঘটিয়ে অতীতে কেউ পার পায়নি। দোষী সাব্যস্ত হলে এই শিক্ষকও পার পাবে না।

প্রোভিসি অধ্যাপক এনামুল হক খান সাংবাদিকদের জানান, শিগগিরই সত্যাসত্য যাচাই কমিটি গঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক ড. গোলাম মোস্তফা বলেছেন, তার ক্যারিয়ার ধ্বংসের জন্য একটি মহল চক্রান্ত করছে। তাছাড়া পত্রিকায় পরিবেশিত সংবাদে উল্লিখিত নিয়ম বহির্ভূতভাবে কাউকে ভর্তি করা বা প্রশ্নপত্র ফাসের ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ রকম কোনো অভিযোগ তার বিরুদ্ধে নেই।